তিনি বললেন; ‘ঠিক বলেছেন’। তাঁর প্রশ্নোত্তরে আমরা আশ্চর্য বোধ করলাম। (অজ্ঞলোকের ন্যায়) প্রশ্নও করেছেন আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) তার সত্যায়নও করছেন। অত:পর জিজ্ঞাসা করলেন; ‘আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে?’ রাসূলুল্লাহ উত্তর করলেন, ‘আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাব সমূহে, তার নবী-রসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তকদীরে, তার ভালোতে ও মন্দতে বিশ্বাস করবে’।

- **কেউ কোন কিছু জানতে চেয়ে উত্তর পেয়ে এর সত্যায়ন করার অর্থ হলো এই তাঁর আগে থেকেই জানা আছে, আর কেউ এমনটা দেখে অবাক হওয়ার অর্থ হলো ঘটনা বা এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা ছিলোনা। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারবেন যে ইনি জিবরিল তখন এই আশ্চর্যবোধ কেটে যাবে।**

দ্বীনের প্রকাশ্য ও অদৃশ্য দিক আছে; এর প্রকাশ্য দিকটি হলো ইসলাম। আর তা হলো আত্মসমর্পণ, আত্মনিয়োগ ও আল্লাহর আদেশ কায়মনোবাক্যে পরিপূরণ করা। আর দ্বীনের অদৃশ্য দিক হলো ঈমান, আর তা হলো- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রসূল, আখেরাতের প্রতি পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ইহসান হলো এই দুইটির সমন্বয়ে সৃষ্ট ফলাফল। তা হলো আপনের উপস্থিতিতে নিজের অন্তরকে উপস্থিত রাখা, {إياك نعبد وإياك نستعين} এটাই সিরাতে মুস্তাকীমের পথের দিশা যার বেশ কিছু স্তর আছে।

হাদীসে জিবরিল আকীদা নিয়ে কথা বলেছে। মূলত আকীদা নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। ইসলামে আকীদা আসলে খুবই সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত। আকীদার যে কিতাব দেখা যায় এর অধিকাংশই বাতিল ফিরকাকে রদ্দ করে। মূল আকীদার আলোচনা একেবারেই নাতিদীর্ঘ। আকীদার মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে কোরআন ও হাদীস থেকে। এই আকীদা কিছু বাক্য সর্বস্ব সাক্ষী না। বরং আকীদা হলো সেটা যেটার প্রভাব চরিত্র ও আমলে দেখা যাবে।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

“সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর” (বাকারা-১৭৭)

হারিসাকে জিজ্ঞেস করা হল- কেমন আছো? তিনি বললেন আমি বিশুদ্ধ মুমিন হয়ে সকাল করেছি। অনেক মানুষ দেখবেন আকীদা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করে, কিন্তু তাঁর জন্যে রাতে নামাজ পরেনা। ইমাম মালেককে যখন জিজ্ঞেস করা হলো- ইস্তিওয়া কি, তিনি ঘামতে শুরু করলেন। আল্লাহর এই শান নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে এটা ভেবে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন। ইমাম কারখীর বিষয়ে লোকেরা নালিশ দিল ইমাম আহমদকে যে তাঁর ইলম

দুর্বল। ইমাম আহমদ বললেন সে কি দ্বীনদার নয়? ইবাদতগুজার নয়? লোকেরা বলল- হ্যাঁ। তিনি বললেন- এটাই তো তাঁর ইলমের কারণে হয়েছে। ইলমে তো সেটাই যেটা আমলকে প্রভাবিত করে।

আকীদার শাব্দিক অর্থ হলো- বন্ধন। পারিভাষিক অর্থ হলো- ফিকহুল আকবার। ফিকহুল আসগর হলো আমল। আর ফিকহুল আকবার হলো আকীদা বা ঈমান। যার বড় ফিকহ ঠিক আছে তাঁর আমলের মূল্য আছে। আল্লাহ কোরআনে কাফেরদের আমলকে মরীচিকা বলে অভিহিত করেছেন। একইভাবে মক্কায় অনেক কাফের ছিলো যারা ভালো কাজ করত কিন্তু ঈমান আনেনি, তাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে রাসুল বললেন- তাদেরকে ক্ষমা করা হবেনা, তারা কোনোদিন "ইয়া রব্ব আমার পাপ ক্ষমা করুন" বলেনি।

ঈমানের গুরুত্বঃ

হাদিসে উল্লেখিত বিষয়গুলো ঈমানের মূল স্তম্ভ। উসূলুল ঈমান। অন্যথায় ঈমানের কাঠামো পরিপূর্ণ দ্বীনকে শামিল করে। নামায, যাকাত, রোজা, হজ, শাহাদাত, জিহাদ সহ দ্বীনের সমস্ত আমল ও ইয়াকীনকে অন্তর্ভূক্ত করে। একইসাথে দ্বীনের সকল নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞাকেও নিহিত রাখে। এসব কিছুই ঈমানের অঙ্গ। যেমনটা নবীজি (সঃ) বলেছেনঃ ঈমান হলো সত্তরের অধিক শাখা – অথবা ষাটের অধিক শাখার- নাম। এর সর্বোত্তম শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং নূন্যতম শাখা হলো পথের বাধা দূর করা। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।

সন্দেহ নেই, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো ঈমান। আবু যার রা: বর্ণনা করেছেন, এক সাহবি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ। (সহিহ মুসলিম)

হিদায়াত এবং ইহ ও পরকালীন সুখ-সৌভাগ্যের কারণ হলো ঈমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

"অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন"। (সুরা: আন'আম, আয়াত: ১২৫)

ঈমানদারকে তার ঈমান আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (সুরা: আ'রাফ, আয়াত: ২০১)

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (সুরা: যুমার, আয়াত: ৬৫)

সুতরাং খাঁটি ঈমানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমলে বরকত দান করেন এবং দু'আ সমূহ কবুল করেন। সুতরাং ইমানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঈমানের ৩টি মূলনীতিঃ

কবরে তিন প্রশ্ন-পরকালের প্রথম ধাপ হলো কবর। কবরে বান্দাকে তিনটি বিশেষ প্রশ্ন করা হবে। বারা বিন আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, কবরে মানুষকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। এক. তোমার রব কে? দুই. তোমার দ্বিন কী? তিন. এই লোকটি কে ছিলেন, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? কবরবাসী যদি মুমিন হয়, তাহলে এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারবে। আর যদি কাফির হয়, তাহলে বলবে, আফসোস! আমি কিছুই জানি না।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪৫৩; তিরমিজি, হাদিস : ৩১২০)

ঈমানের মূলশর্ত ৩টিঃ

(১) মুখে স্বীকার করাঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর মালিক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদের যা কিছু আদেশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে পালন করা এবং যা নিষেধ করেছছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং রাসূল (সা) হাদিসে আমাদের যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ অনুসরন করাই হলো ইমান। এগুলো সর্বপ্রথম মুখে স্বীকার করতে হবে।

(২) অন্তরে বিশ্বাস করাঃ উপরোক্ত বিষয়গুলো মুখে স্বীকার করার পাশাপাশি অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মুখে স্বীকার করে বিশ্বাস করলে মুনাফিক হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন," তারা যখন ঈমানদার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তানদের সঙ্গে একত্রিত হয়, তখন তারা বলেন, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আর উহাদের সঙ্গে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৪)"

(৩) তদানুযায়ী আমল করাঃ উক্ত বিষয়গুলো মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশাপাশি সেই অনুযায়ী কাজও করতে হবে। আমি যে ইমান এনেছি তার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

উপরেরর ৩টি শর্ত পূরণ করলেই তবে কাউকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে।

ঈমানের স্তম্ভ বা হাকিকত বা স্বরূপ বা রুকন ৭টিঃ

(১) আল্লাহঃ ঈমানের ছয়টি মৌলিক স্তম্ভের প্রথম এবং প্রধান স্তম্ভ হলো মহান আল্লাহর ওপর ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁর কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনিই সবার সব অভাব পূরণকারী।

তিনি কারো বাবা নন, ছেলেও নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা, বিধানদাতা। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি ছাড়া অন্য সব কিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত; কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সব কিছুর ওপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। কিন্তু তাঁর ওপর কারো ক্ষমতা চলে না

- ঈমানের বাকি রুকনগুলোর মূল উৎস হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা। এই কারণে হাদিসে বাকি রুকনগুলোকে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের উপর সম্বন্ধিত করা হয়েছে। আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো আল্লাহর তিনটি প্রধান ক্ষমতার উপর ঈমান আনা।

(২) ফেরেশতাঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁরাও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের মত তারা ছেলে বা মেয়ে নয়। ইন্দ্রিয়জাত কোনো তাড়না নেই। আল্লাহ তাঁদের যা আদেশ করেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ তারা ছেলেও নয় মেয়েও নয়। বরং ফেরেশতারা তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে।’ (সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ২৬-২৭)

- ফেরেশতা এবং জ্বীন মানব আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমন আমরা আবু হুরাইরা (রা) এর ঘটনা থেকে জানতে পারি তাঁর খেজুর চুরি করে খাওয়ার জন্য এক জ্বীন মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসতো।
- আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে তাঁরা যেকোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন। যেমন এই হাদিসে জিবরিল (আ) একজন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এসেছেন।
- জিবরিল (আ) দায়িত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। তা হলো আল্লাহর বার্তা বা অহী রাসূলগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিবরিলকে দুইবার প্রকৃতরূপে দেখেছেন। একবার জমিনে, আরেকবার আসমানে।
- জমিনে যেবার দেখেছিলেন সেবার ছিলো হেরা গুহার ঘটনা, ছয়শ দিগন্তবিস্তৃত ডানা সহ তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। আসমান জমিনের সবকিছুই যা ঢেকে দিয়েছিলো। দ্রুতগতির জন্যে এ ধরণের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।

(৩) আসমানি কিতাবঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী-রাসুলদের ওপর বিভিন্ন আসমানি কিতার নাজিল করেছেন। সেই কিতাবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভ। আলাহ তায়ালা মোট ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন। ৪খানা বড় এবং ১০০ খানা ছোট। এগুলো মোট

৮ জন নবির উপর নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "আপনি বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' (সুরা : শুরা, আয়াত : ১৫)

(৪) নবী রাসুলঃ : আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। যাদের উপর আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তারা রাসূল। আর যাদের উপর নাযিল হয়নি তারা নবি। নবিরা পূর্ববর্তী রাসুলদের দেখানো পথে দাওয়াত দিতেন। সেই নবি ও রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির জন্য একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। সব রাসুল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠিক পথের দিশারি, তাকওয়াবান ও বিশ্বস্ত। নবী-রাসুলরা মাসুম তথা নিষ্পাপ। আল্লাহ তাঁদের যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁরা তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। কোনো অংশ গোপন বা পরিবর্তন করেননি। নিজে থেকে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করেননি। আল্লাহ বলেন, '...রাসুলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৩৫)

(৫) তাকদিরে বিশ্বাসঃ তাকদিরে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাকদিরের শব্দমূল হচ্ছে কদর। এর অর্থ হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাপ, পরিমিতি, মূল্যায়ন, নির্দিষ্ট সীমা, মূল্য নিরূপণ, অদৃষ্ট, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। তাকদির হচ্ছে আল্লাহর বিশ্বজনীন নিয়মনীতি। এ নিয়মনীতি ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অধীনে বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন, এ চেতনা লালন করা এবং তাঁর বিধিব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই শান্তি ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কোনো কল্যাণকর কিছু ঘটলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আর অকল্যাণকর কিছু ঘটলে তাওবা-ইস্তেগফার এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল করতে হবে এবং তদানুযায়ী আমল বা চেষ্টা-তদবির করে যেতে হবে।

(৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানঃ মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে আবার জীবিত করা হবে। সব মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তাদের পোশাক ও জুতা এক জায়গায় একত্র করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের এরপর মৃত্যুবরণ করতে হবে। অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের কিয়ামতের দিন আবার উঠানো হবে। (সুরা:মুমিনুন, আয়াত : ১৫-১৬)। এদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ কর্মফল অনুযায়ী জান্নাত আর জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন।